187

তারিখ 24 APR 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

দৈনিক ইনকিলাব

নকল প্রতিরোধ প্রসঙ্গে

আমাদের দেশের কতিপয় অন্যতম সম্যার মাঝে সবচেয়ে ভয়াবহ সমস্যা এই মুহূর্তে যেটা, তা হল বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় নির্বিচারে নকলের প্রচলন। অবশ্য দেশের বিভিন্ন জেলা সদরে অবস্থিত কিছুসংখ্যক পরীক্ষা কেন্দ্র ব্যতীত সর্বত্র বিভিন্ন মাত্রা অনুযায়ী নকলের প্রচলন বিদ্যমান। নকলের প্রচলন আছে এমন কেন্দ্রের মধ্যে সবচেয়ে সহনীয় কেন্দ্রগুলোতে যা ঘটে তাহল, পরীক্ষার পূর্ব রাত্রিতে কেন্দ্রে এসে বেঞ্চে লিখে যাওয়া, অবশ্য এ কাজটা একটু ভীরু গোছের পরীক্ষার্থীরা করে থাকে। আর যারা একটু উগ্র তারা কোন রকম ঝুট-ঝামেলার মধ্যে না যেয়ে সরাসরি পৃষ্ঠা নিয়ে হলে ঢোকে এবং নকল চালিয়ে যায়। এক্ষেত্রে হল পরিদর্শকরা সর্বোচ্চ যা করতে পারেন তাহল নকল করার সময় ছাত্রদের কাছ থেকে পৃষ্ঠা কেড়ে নেয়া বা কিছুক্ষণের জন্য খাতা নিয়ে রেখে দেয়া। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একজন হল পরিদর্শক নানাবিধ কারণে পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করতে পারে না। এই নানাবিধ কারণের মাঝে অন্যতম কারণ হল ছাত্রনেতাদের দ্বারা প্রোটেকশন।

এই মাত্রার নকল বর্তমানে প্রচলিত নকলের সবচেয়ে নমনীয় অবস্থা, আমাদের মত শিক্ষকদের আজ সবচেয়ে বেশী যা বিচলিত করে তাহল নকলের মহামারী ও প্রতিষ্ঠানিক রূপ। এটা বেশী বলা হবে না যে বর্তমানে সারাদেশে "থানা পর্যায়ে" সে সকল পরীক্ষা কেন্দ্র আছে সেখানে নকল করাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়েছে। এই সকল কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে অবাধে বই খুলে পরীক্ষা দেবার সুবিধা দেবার প্রতিশ্রুতির উপর। বর্তমানে অন্য যে কোন কেন্দ্রের চেয়ে এই সব কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা বেশী হয়। এই সব কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ সারা বছর চাতক পাখীর মত অপেক্ষা করে পাবলিক পীরক্ষা অনুষ্ঠিত হবার জন্য। এই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ভর্তি হবে হাজার ছেলে-মেয়ে। ফলে পরীক্ষা ফি বাবদ পাওয়া যাবে লক্ষ লক্ষ টাকা।

এই অবৈধ সুযোগের প্রাণবন্ত উপস্থিতি ভয়াবহ প্রভাব ফেলছে মফস্বল শহরের ছাত্র সমাজের উপর। তারা আজ আর পড়ালেখা করে পরীক্ষা দিতে চায় না এবং সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় অভিভাবকরা মেনে নিয়েছে এই প্রথাকে বরং অহরহই এখন এটা ঘটেছে যে, পরীক্ষায় অবৈধ কার্যকলাপে বাঁধা দিয়ে শিক্ষকরা অভিভাবকদের কাছে তিরস্কৃতি হচ্ছে। নকলের এই অবাধ প্রচলনে আমরা যেমন বঞ্চিত হচ্ছি, দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে উঠা থেকে; অন্যদিকে প্রতিনিয়ত ধ্বংস হচ্ছে নৈতিকতা। হতাশাবোধ দেখা দিচ্ছে পড়ুয়া ছাত্রদের মাঝে। গত বছরের ঘটনা— একজন ছাত্র একটি বিভাগীয় শহরের কলেজ থেকে কর্মাসে সেকেন্ড ডিভিশন পেয়ে প্রয়োজনীয় মার্কসের অভাবে যখন ভাল কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারল না অথচ গ্রামের কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দিয়ে তার চেয়ে কম মেধাবী একজন ছাত্র প্রথম বিভাগে পাস করল তখন দ্বিতীয় বিভাগ প্রাপ্ত এই ছাত্র তার নৈতিকতাকে টিকিয়ে রাখতে পারল না। মায়ের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে পরের বার সে আবার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় ও সমস্ত পরীক্ষা বই দেখে দিয়ে প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত হয়। বর্তমানে মফস্বল এলাকার পরীক্ষার হাল হকিকত হল এই।

যদি না এই ভয়াবহ প্রবণতাকে প্রতিরোধ করা যায় তবে আশু ভবিষ্যতে ঢাকা ও কতিপয় শহর ছাড়া আর কোথাও পড়ালেখা বলে কিছু থাকবে না। নকলের এই ভয়াবহ রূপকে ঠেকাবার জন্য শুধুমাত্র প্রশাসনের উপর নির্ভর না করে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার এজন্য নিম্নে কতিপয় সুপারিশ করা হল।

১। দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রতিনিয়ত নকলের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে হবে।

২। আমাদের সমাজের বুদ্ধিজীবী ও মনীষীদের বিভিন্ন সেমিনার ও লেখনীতে নকলের বিরুদ্ধে বলতে হবে এবং নকল বিরোধী ফোরাম গড়ে তুলতে হবে।

৩। টিভিতে যেমন বিভিন্ন সামাজিক উদ্দীপনামূলক নাটিকা পরিবেশিত হয় তেমনি নকলের বিরুদ্ধে নাটিকা পরিবেশিত হওয়া উচিত।

৪। দেশের মসজিদে মসজিদে জুমার খুৎবায় নকলের বিরুদ্ধে ইমাম সাহেবদের বলতে হবে।

৫। জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য যেমন নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান আছে, তেমনি জাতীয়ভাবে অনুষ্ঠিতব্য বিভিন্ন পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কি-না তা পর্যবেক্ষণের জন্য নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠা বাচ্ছনীয়।

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচাতে হলে সমাজের সকলকেই এগিয়ে আসা দরকার।

—ওয়াসীম মোঃ মেজবাহুল হক,
প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ,
সরকারী বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর।